তরুণ নির্মাতা তাওকীর

মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম একজন তরুণ নির্মাতা। সকলের কাছে পরিচিত তাওকীর শাইক নামে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে দেশ-বিদেশে পেয়েছেন নানা পুরস্কার। চলচ্চিত্র নিয়ে দিল্লির এশিয়ান স্কুল অব মিডিয়া স্টাডিজে সিনেমাটোগ্রাফির ওপর পড়াশোনা করেছেন। প্রথম ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করেন ২০২২ সালে। মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম নির্মিত প্রথম ওয়েব সিরিজ 'শাটিকাপ' মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার ২০২২-এ সেরা ওয়েব সিরিজের (সমালোচক) পুরস্কার পেয়েছে গত বছর। সম্প্রতি ওটিটি প্লাটফর্ম চরকি-তে মুক্তি পেয়েছে তার দ্বিতীয় ওয়েব সিরিজ 'সিনপাট'। জানাচ্ছেন ***গোলাম মোর্শেদ সীমান্ত****।*

তাওকীর রাজশাহীর সন্তান

তাওকীরের জন্ম ও বেড়ে হয়ে ওঠা দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর রাজশাহীতে। শৈশবের দিনগুলোতে নির্দিষ্ট কোনকিছুর প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক ছিল না। স্কুলে পড়ার সময়ে পদ্মা আবাসিক এলাকায় একটি সংগঠনে গান আর ছবি আঁকা শিখেছেন। ছোটবেলা থেকে অভিনয় করার ঝোঁক ছিল। সংগঠনে কাজ করতে গিয়ে অভিনয় করার ঝোঁক আরো তীব্র হয়। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় অভিনয় শেখার জন্য যোগ দেন রাজশাহী থিয়েটারে। পরিচয় হয় নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে। আগ্রহ তৈরি হয় সিনেমা বানানোর প্রতি। অভিনয় শেখার সময় বুঝতে পারেন সিনেমা বানানো একা সম্ভব না।

ফিল্ম সোসাইটিতে যোগদান

২০০৬ সালে খ্যাতিমান পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম ও কথাসাহিত্যিক মুহম্মদ জাফর ইকবাল চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাওকীর চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির রাজশাহী বিভাগে যোগদান করেন। সে সময় অনেকজন স্বপ্নবাজ তরুণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তার। তাদের সকলকে নিয়ে একটা দল গঠন করে। সিনেমা বানানোর পরিকল্পনা করেন সকলে মিলে।

সিনেমা নির্মাণ নিয়ে ছুটে চলা

সিনেমা বানানোর ভূত চেপেছে মাথায় কিন্তু কারিগরি দিক সম্পর্কে নেই ধারণা। প্রথম সিনেমায় কারিগরি সহায়তা করেছিলেন উমায়ের ইসলাম নামে তার এক বড় ভাই। ২০১০ সালে 'কঙ্ক পুরাণ' নামে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তাওকীর। চলচ্চিত্রটি ২০১০ সালে ৩য় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল। এবার সিনেমার ভূত খুব ভালোভাবে চেপে বসে তাওকীরের মাথায়। ৪র্থ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় তার নির্মিত দুটি ছবি 'গ্যাস বেলুন' ও 'লামা'। ৫ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় 'দ্য ইউনিট' নামে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ২০১২ সালে ৫ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা চলচ্চিত্রের খেতাব অর্জন করে 'দ্য ইউনিট'। একপর্যায়ে রাজশাহীতে সিনেমা নিয়ে

কিছু করতে চান এমন কয়েকজনকে নিয়ে তাওকীর ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন। নিজের প্রোডাকশন থেকে ‘গোল ও যোগ’ নামের সিনেমা নির্মাণ করেন। সিনেমাটি ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছিল। এছাড়া ইন্ডিয়ান সিনে ফিল্ম ফেস্টিভাল ২০১৪-এ অর্জন করে সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (জুরি) পুরস্কার। প্রদর্শিত হয়েছিল সাউথ এশিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব সহ বিদেশের আরও কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে। ‘গোল ও যোগ’ সিনেমাটির বিশেষত্ব ছিল পুরো সিনেমাটি এক শটে নির্মিত। ‘সিনেমার নাম খুঁজছি’ নামের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন যেটার গল্প আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। চলচ্চিত্রটি ৮ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৫-তে সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।

এই সিনেমার জন্য একদম নতুন পাঁচ জনকে খুঁজে বের করেন তাওকীর ইসলামের টিম। যাদের চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে তেমন কোনো পরিচয় ছিল না। তাওকীর জানান, বন্ধু সজীব জামানের একটা গল্প আমার বেশ ভালো লেগেছিল। পরবর্তী সিনেমার জন্য ওর গল্পটা বেছে নেই। শুরু হয় ‘আয়না’ সিনেমার কাজ। খুবই সাধারণ একটা গল্প। নানা সংকটের কারণে বংশপরম্পরায় একজন মানুষকে পারিবারিক পেশাতেই থেকে যেতে হচ্ছে। অন্যকিছু করার ইচ্ছা থাকলেও বাস্তবতার কাছে তাকে হার মানতে হচ্ছে। সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে প্রায় একই চিত্র। একজন নরসুন্দর আর তার ছেলেকে নিয়েই এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটির গল্প। ‘আয়না’ চলচ্চিত্রটি ৯ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬-তে বাংলাদেশি ইয়াং ট্যালেন্ট পুরস্কার লাভ করে। ভারতের আলপাভিরামা এশিয়ান শর্ট ফিল্ম অ্যান্ড ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গোল্ডেন ক্যামেল পুরস্কার লাভ করে ‘আয়না’ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি। ভারতের দাদা সাহেব ফালকে চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬-তে সেরা শর্ট ফিল্ম (স্টুডেন্ট ক্যাটাগরি), সিমলায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬-তে সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের (আন্তর্জাতিক ক্যাটাগরি) পুরস্কার লাভ করে। চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হয়েছিল। মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম জানান, এই ছবির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সেরা পরিচালকের পুরস্কারটি পেয়েছিলাম।

সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা ভারতে

তাওকীর ইসলামের সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করারও একটা ইচ্ছা ছিল। ২০১৪ সালে ভারতের এশিয়ান স্কুল অব মিডিয়া স্টাডিজে বিএসসি ইন সিনেমায় ভর্তি হয়েছিলেন। চলচ্চিত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছেন দিল্লির এশিয়ান স্কুল অব মিডিয়া স্টাডিজে সিনেমাটোগ্রাফির ওপর। পড়াশোনা শেষ করেন ২০১৭ সালে। বলিউডের একটা সিনেমাতে সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করছেন পড়াশোনা করাকালীন সময়ে।

প্রথম কাজ দিয়ে বাজিমাত

তাওকীর ইসলাম দীর্ঘ এক দশক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে কুড়িয়েছেন তুমুল প্রশংসাও। রাজশাহীর আঞ্চলিক শব্দ ‘শাটিকাপ’, মানে ঘাপটি মেরে বসে থাকা। একই নামের ওয়েব সিরিজে রাজশাহীর গল্প ও জীবনযাপন দেখিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তাওকীর ইসলামের টিম। তিনি বলেন, ২০২০ সালে লকডাউনে ঘরবন্দি সময়ে মাথায় আসে, আমরা যদি এমন কিছু একটা করতে পারি। তারপর দুবছর কাজ করে ২০২২ সালে নির্মাণ করেন নিজের প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘শাটিকাপ’। মুক্তির পর যা বাংলাদেশের আলোচিত ওয়েব সিরিজ হয়ে উঠেছিল। নবীন এই নির্মাতা একঝাঁক অপরিচিত মুখ নিয়ে হাজির হন নিজের প্রথম সিরিজে। টান টান উত্তেজনায় শাটিকাপ দিয়ে দেশ-বিদেশের দর্শকের মন জয় করে নিয়েছিলেন তরুণ নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম। ২০২২ সালের ১৩ জানুয়ারি ওটিটি প্লাটফর্ম চরকি-তে মুক্তি পায়। ৮ পর্বের ওয়েব সিরিজটি বাংলা নার্কো-থ্রিলার ঘরানার নতুন মাত্রা যোগ করে। সিরিজটি নির্মিত হয়েছিল মাদক, কিশোর গ্যাং ও সীমান্ত অপরাধের চিত্র নিয়ে। মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার ২০২২-এ সেরা ওয়েব সিরিজের (সমালোচক) পুরস্কার পেয়েছিল ওয়েব সিরিজ ‘শাটিকাপ’। এশিয়া মহাদেশের সিনেমা জগতের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার ‘এশিয়ান একাডেমি ক্রিয়েটিভ অ্যাওয়ার্ড’ যা প্রত্যেক বছরের ডিসেম্বরে প্রদান করা হয় সিঙ্গাপুরে। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ১৬টি দেশের চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির শ্রেষ্ঠ কাজগুলোকে সম্মাননা দেয়। এ পুরস্কারে ২০২২ সালে সেরা পরিচালক (ফিকশন) বিভাগে শাটিকাপ-এর পরিচালক মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম ন্যাশনাল উইনার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শাটিকাপ টিমের নতুন সিরিজ

দর্শকেরা মুখিয়ে ছিল তাওকীরের নতুন কাজের জন্য। শাটিকাপ টিমের নতুন কাজ করে দেখবো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাওকীর ইসলাম দ্বিতীয় ওয়েব সিরিজের নাম দিয়েছেন ‘সিনপাট’। অনেকেই ভেবেছিলেন ‘শাটিকাপ ২’ দেখবেন। নির্মাতা ভিন্ন এক গল্প বলেছেন। রাজশাহীতে বসেই আশপাশের বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে বানিয়ে ফেলেছেন আরেকটি সিরিজ। ক্রাইম থ্রিলার ঘরানার ১৬৩ মিনিটের ‘সিনপাট’ নির্মিত হয়েছে একদম স্থানীয় আর খাঁটি গল্প নিয়ে। এবারেও যারা অভিনয় করেছেন, তারাও কেউ পরিচিত মুখ নন। তবে দু-একজনকে দেখা গিয়েছিল ‘শাটিকাপ’ ওয়েব সিরিজে। শ’খানেকের বেশি অভিনয়শিল্পী অভিনয় করেছেন সিরিজে। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করা সোহেল, ফাজু, দুরু ও হাবিবুল বাশার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোহেল শেখ, মোহাম্মদ রিফাত বিন মানিক, জিন্নাত আরা ও শিবলী নোমান। ১১ জানুয়ারি ওটিটি প্লাটফর্ম চরকি-তে মুক্তি পেয়েছে সাত পর্বের ওয়েব সিরিজটি। ‘সিনেপাট’ ওয়েব সিরিজের সংগীত ও আবহ সংগীত পরিচালনা করেছেন কলকাতার নবারুণ বোস। সাউন্ড ডিজাইনে ছিলেন আদীপ সিং মানকি। মেকআপ ও কস্টিউমের কাজটি একা হাতে সামলেছেন সাথী আকতার। শিল্পনির্দেশনা দিয়েছেন অমিত রুদ্র।